যুগান্তর

তারিখ 30 OCT 2002
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

চট্টগ্রামে পাহাড়তলী বধ্যভূমির ওপর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নির্মিত হচ্ছে

হামিদ উল্লাহ, *চট্টগ্রাম ব্যুরো*

সরকারি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার ঠিক আগেই একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের বৃহৎ বধ্যভূমি 'পাহাড়তলী জল্লাদখানা কিনে নিয়ে তাতে অবকাঠামো নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। পৌনে দুই একর ভূমিটির বর্তমানে মাটি ভরাটসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বধ্যভূমিটি অধিগ্রহণের জন্য ইতিমধ্যে সরকার ৯৪ লাখ টাকা বরাদ্দও করেছে। বর্তমানে এ অর্থ জেলা প্রশাসকের তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশের যে ৯টি বধ্যভূমি অধিগ্রহণ, সংস্কার ও সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে চট্টগ্রাম পাহাড়তলী বধ্যভূমিটি তার অন্যতম। চট্টগ্রাম টেলিভিশন কেন্দ্রের পাশে অবস্থিত জায়গাটি স্থানীয় জনগণের কাছে 'জল্লাদখানা' বলে পরিচিত। জানা গেছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়- চট্টগ্রাম (ইউএসটিসি) জায়গাটি সংশ্লিষ্ট মালিকদের কাছ থেকে প্রতি গণ্ডা ছয় লাখ টাকায় কিনে লিখিত দলিলে ৯ লাখ টাকা করে দেখিয়েছে। এতে সম্ভাব্য সরকারি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে বলে জেলা প্রশাসক আশংকা প্রকাশ করেছে। তবে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক ইতিপূর্বে সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে দিয়েছেন, বধ্যভূমিটি সংরক্ষণে জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে কোন আইনগত বাধা-নিষেধ নেই। বধ্যভূমিটি ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান ইউএসটিসি'র উপাচার্য হচ্ছেন জাতীয় অধ্যাপক দেশবরেণ্য চিকিৎসক ডা. নুরুল ইসলাম, গত ১২ অক্টোবর থেকে এখানে অবকাঠামো নির্মাণের কাজ শুরু করেছে ইউএসটিসি কর্তৃপক্ষ। জানা যায়, স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালের ১০ নভেম্বর পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর এবং বিহারিরা স্থানীয় পাহাড়তলী পাঞ্জাবী লেন, মাস্টার লেন, গোয়ালিজ কোয়ার্টার ও সরাইপাড়া থেকে শত শত নিরীহ বাঙালিকে ধরে এনে এখানে হত্যা করে। ঘাতকরা নাজিরহাট দোহাজারী ট্রেন থেকেও অসংখ্য সাধারণ যাত্রীকে নামিয়ে এখানে হত্যা করে। হানাদার বাহিনীর হাত থেকে বেঁচে যাওয়া আবদুল গোফরান নামক এক ব্যবসায়ী জানান, বধ্যভূমির উপরে লাশের সংকুলান না হওয়ায় অনেককে মাটি চাপা দেয়া হয়, মাটি খুঁড়লে তাদের কংকাল পাওয়া যাবে বলে তিনি দাবি করেন। এ হত্যাকাণ্ডে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ড. গাজী সালেহ উদ্দিনের এক পরিবার থেকেই বাবাসহ চারজনকে হত্যা করা হয়। প্রায় পৌনে দুই একর বিশিষ্ট বধ্যভূমিটিতে অবকাঠামো নির্মাণ না করে এটি সংরক্ষণের কাজে সহযোগিতা এবং মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর অনুরোধ জানিয়ে প্রজন্ম '৭১ ইতিপূর্বে ইউএসটিসির উপাচার্য অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামকে একটি খোলা চিঠি দেয়। চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, পাহাড়তলী বধ্যভূমিটি অধিগ্রহণ ও সংরক্ষণের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসককে বিশেষভাবে দায়িত্ব অর্পণ করেছে। ব্যক্তি মালিকানাধীন বধ্যভূমি চিহ্নিতকরণ ও অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সদস্য প্রফেসর ড. গাজী সালেহ উদ্দিন পাহাড়তলী বধ্যভূমিতে অবকাঠামো নির্মাণ প্রচেষ্টার প্রতিবাদ এবং নির্মাণ কাজ বন্ধের দাবি জানিয়েছেন। তিনি স্থানটি সংরক্ষণের জন্য মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সব শক্তি এবং সরকারকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের একজন শীর্ষ ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে পাহাড়তলী বধ্যভূমি সংরক্ষণের বিরোধিতা করায় একাধিকবার উদ্যোগ নেয়া সত্ত্বেও এটির ভূমি অধিগ্রহণ করা যায়নি। ভূমিটির মূল মালিকের কাছ থেকে রাউজানের এক ব্যক্তি জমিটি ৬০ হাজার টাকা করে কিনে ইউএসটিসির কাছে ছয় লাখ টাকা করে বিক্রি করে। নগর আওয়ামী লীগের এ শীর্ষ ব্যক্তি এখান থেকে অর্থের একটি বিরাট কমিশন পেয়েছেন বলে সূত্র জানায়।

চট্টগ্রাম : বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ বধ্যভূমি পাহাড়তলী বধ্যভূমিটির ওপর একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অবকাঠামো নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছে। '৭১ সালের ১০ নভেম্বর এখানে শত শত নিরস্ত্র বাঙালিকে হত্যা করা হয় —যুগান্তর